"মিষ্টি বাচ্চারা - খুব বড় বিচিত্র ওস্তাদ পেয়েছো তোমরা। একমাত্র ওঁনার শ্রীমত অনুসারেই যদি চলতে থাকো তোমরা, তবে ডবল মুকুটধারী দেবতা হতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - পড়াশোনায় যেন কখনোই ক্লান্তি না আসে - তার জন্য সহজ পুরুষার্থ কি?

*উত্তরঃ - এই পড়াশোনার মধ্যে কখনও যদি নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান-এর বিষয় আসে, তাতে যেন সমান স্থিতি থাকে। তাকে খেলা ভাবলে তবে কখনোই ক্লান্তি আসবে না। সবচেয়ে বেশী নিন্দা তো হয় কৃষ্ণের। লোকে কতই না কলঙ্ক লাগায় তার নামে, তারাই আবার তার পূজাও করে। অতএব এই গালি-গালাজ কোনও নতুন ঘটনা নয়, এর জন্য যেন এই জ্ঞানের পড়াশোনায় যেন ক্লান্তি না আসে। বাবা যতক্ষণ পর্যন্ত পড়াবেন, ততক্ষণ পড়তে থাকো।

*গীতঃ- বনমালী রে তুমিই হলে আমার জীবনের আশ্রয়..

(বনমালী রে, জীনে কা সাহারা তেরা নাম রে, মুঝে দুনিয়াবালো সে ক্যা কাম রে)

ওম্ শান্তি। এটা কে বলেছে? কে কাকে উদ্দেশ্য করে বলছে একথা? তা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো।

যাদেরকেই গোপ-গোপী বলা হয়। তো তারা তাদের বাবা গোপীবল্লভকে স্মরণ করেছে এই রকম বাবা পরমপিতা পরম আত্মা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। পূর্বে কখনো নিশ্চয়ই এসেছিলেন তবেই তো তাঁকে স্মরণ করা হয়। পরে তাদের প্রশস্তি গাওয়া হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে যেমন - খ্রাইস্ট এসেছিলেন, খ্রীস্টান ধর্ম স্থাপন করে কোথাও চলে যাননি তিনি। তাদেরকে পালনাও অবশ্যই করতে হয়, আবার পুনর্জন্মে তাকে আসতে হয়। কিন্তু যে ধর্ম স্থাপন করে গেছে তার প্রতিবছর বার্থ ডে পালন করা হয়। ভক্তি মার্গে তাদেরকে স্মরণ করা হয়ে থাকে। সেই রকমই আজকাল দশহরা উৎসবও পালন করে পালন করা হয়। পালন যখন করা হয় তবে অবশ্যই কিছু শুভ তাতে রয়েছে। যারা কোনো ভালো কাজ করে যায়, তবেই তো উৎসব পালন করা হয়। দীপমালার উৎসবও পালন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করা হয়। যারা একসময় ছিল তাদেরই আবার উৎসব পালন করা হয়। এখন ভারতবাসীদের তো এটা জানা নেই যে এই রাখি উৎসব ইত্যাদি কেন পালন করা হয়? কি হয়ে থাকবে? খ্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদি কে তারা জানে যে এরা ধর্ম স্থাপন করতে এসেছিলেন। এই সময় সকলে হলো আসুরিক সম্প্রদায় আর তোমরা।হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। এখন বাবা রাম এসে দৈবী শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছেন। অথবা এই ভাবে বলা যায় যে, পরমপিতা এসে স্বর্গের উদঘাটন করছেন অথবা ফাউন্ডেশন স্থাপন করছেন। ওপেনিং সেরিমনিও বলা যেতে পারে। ভারতে শ্রেষ্ঠাচারী মহারাজা মহারানীরা ছিলেন ডবল মুকুটধারী ছিলেন। পবিত্রতার রাজমুকুট ছিল আর রত্নজড়িত রাজমুকুট ছিল। বিকারী রাজাদের কেবল রত্নজড়িত রাজমুকুট থাকবে। দ্বিমুকুটধারীদের পূজা সিঙ্গেল মুকুটধারীরা করে থাকে। কিন্তু কখন তারা এসেছিলেন, কিভাবে তারা রাজত্ব প্রাপ্ত করেছিলেন এ কথা কারোরই জানা নেই। লক্ষ্মী-নারায়ণ এত শ্রেষ্ঠ দ্বিরাজমুকুটধারী দেবী দেবতা ছিলেন, তাদেরকে এইরকম শ্রেষ্ঠ কে বানিয়ে ছিলেন - এ'কথা বাবা এসে বোঝান। এখন দশহারা পালন করা হয়, তোমরা জানো যে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছিল যে কারণে দশহারা পালন করা হয়। রাবণকে দহন করা হয় কিন্তু সে তো কোনো পোড়ানোর জিনিস নয়। এখন তার রাজত্ব সমাপ্ত হতে চলেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত রাম রাজ্য স্থাপন না হবে ততদিন পর্যন্ত এই ভ্রষ্টাচারী রাজ্য চলবে। রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে রাম রাজ্য স্থাপন হয়েছিল, তারই সেরিমনি পালন করা হয়। রাবণকে জ্বালানো হয়, এতে প্রমাণ হয় যে বরাবর ভ্রষ্টাচারী আসুরিক রাজ্য ছিল। ভ্রষ্টাচারেরও গ্রেডস (পর্যায় বা মাত্রা) থাকে। ভ্রষ্টাচার দ্বাপর থেকে শুরু হয়। প্রথমে দুই কলা থেকে ভ্রষ্টাচার শুরু হয় এরপর ৪ কলা, তারপর ৮ কলা, ১০ কলা বৃদ্ধি পেতে-পেতে ১৬ কলা ভ্রষ্টাচার হয়ে যায়। এখন পুনরায় ১৬ কলা ভ্রষ্টাচারকে পরিবর্তন করে ১৬ কলা শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলা হলো একমাত্র বাবার কাজ।

বাবা বোঝান, এই সময় হলো রাবণ রাজ্য, রাম রাজ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। এখন সেই রাজ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। শ্রেষ্ঠাচারী ভারতকে স্বর্গ বলা হয়। সেই রাজ্যই এখন ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন — আমি এসেছি ভ্রষ্টাচারী রাজ্যকে শ্রেষ্ঠাচারী রাজ্য করে তোলার জন্য। এখানে যাদব কুলও আছে, কৌরব কুলও আছে। যাদব কুলেও অনেক ধর্ম আছে। যারা

শ্রেষ্ঠাচারী দৈবী ধর্মের ছিল সেই ধর্ম এখন ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এরপর বাবা এসে শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখান। ভক্তি মার্গে তো উৎসব পালন করে এসেছে। নিশ্চয়ই ভগবান এসেছিলেন, ৫ হাজার বছর আগের কথা। বাবা এসে ভ্রষ্টাচারীদের শ্রেষ্ঠাচারী করেছিলেন। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলা বাবারই কাজ, এরপর এর পালনা করার জন্য তোমাদের উপর থেকে পাঠিয়ে দেন। তোমরা যে দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেছো, তাকে গিয়ে প্রতিপালন করো। এটা কেউ বলেনা, অটোমেটিক্যালি ড্রামা অনুসারে হয়ে থাকে। তোমরা শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে গেলে তারপর সৃষ্টিও সতোপ্রধান শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে। এখন তো ৫ তত্ত্বই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কত উথালপাতাল হতেই থাকে। মানুষ কত দুঃখী হয়ে পড়ে। কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। সত্যযুগে কোনো উপদ্রব নেই। উপদ্রব হয় নরকে। উপদ্রবও প্রথমে দুই কলা ধারণকারী ছিল, এখন ১৬ কলা হয়ে গেছে। এ'সবই বিস্তারিত ভাবে বোঝানোর বিষয় এবং খুবই সহজ, কিন্তু না নিজেরা বোঝে, না বোঝাতে পারে। এই রাবণকে জ্বালানো দ্বাপর থেকে শুরু হয়। এমন থোড়াই বলবে যে ৫ হাজার বছর ধরে চলছে। ভক্তি মার্গ শুরু হলেই এই উপদ্রবও শুরু হয়ে যায়। এখন পুনরায় রাবণ রাজ্যের বিনাশ, রাম রাজ্যের স্থাপনা কিভাবে হয় সেটা তোমরা জানো। মানুষ জানে না যে রাবণ কি । বাবা বলেন লঙ্কা বলে কিছু ছিল না। সত্যযুগে লঙ্কা বলে তো কিছু থাকে না। সেখানে অল্প সংখ্যক মানুষ থাকে। যমুনার উপকণ্ঠে তারা বাস করে। আজমীরে বৈকুণ্ঠের মডেল দেখানো হয় কিন্তু মানুষ তার কোনো অর্থই বোঝে না। সোনার মহল তৈরি করতে ওখানে দেরী লাগে না। মেশিনে দ্রুত সোনা গলিয়ে টাইল্স ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো এই যে সায়েন্স, যার দ্বারা বিনাশ হয়, সেটাই পরে গিয়ে তোমাদের কাজে আসবে। এখন এই এরোপ্লেন ইত্যাদি খুশির জন্য তৈরি করে, এর দ্বারাই বিনাশ হবে। সুতরাং এই এরোপ্লেন যেমন সুখের জন্য, তেমনি দুঃখের জন্যও । অল্প সময়ের জন্য সুখ। ১০০ বছরের মধ্যেই এই সব আবিষ্কার হয়েছে। সুতরাং ১০০ বছরের মধ্যেই এতো কিছু হয়েছে। এইবার তোমরা বিচার করো যখন বিনাশ হবে তারপর নতুন দুনিয়াতে কত অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত জিনিস তৈরি হয়ে যাবে। ওখানে ঝট করে সোনার মহল তৈরি হয়ে যায়। ভারতে সোনা রূপা দিয়ে কত মহল নির্মাণ হয়েছে। ওখানে বড় বড় রাজ দরবার তৈরি করা হয়। রাজকীয় মানুষরা সেখানে মিলিত হয়। একে পান্ডব সভা বলা যাবে না। একে বলা হবে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানীর সভা। প্রিন্স-প্রিন্সেস সবাই এসে সেখানে বসবে। যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল তখন প্রিন্স-প্রিন্সেস মহারাজাদের বড় সমাবেশ হতো। সব রাজারা মুকুট পরে বসতো। বাবা যখন নেপালে যেতেন ওখানে রাণা (রাজা) ফ্যামিলির সমাবেশ হতো। বড় মুকুটধারী রাজারা সেখানে বসত। তাদের মহারাজা-মহারানী বলা হতো এবং তাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে ছিল। রানীরা সেখানে বসত না, তারা পর্দার আড়ালে থাকত। বড় জাঁকজমকের সাথে তারা বসত। আমি বলতাম এ তো পান্ডব রাজ্য। ওরা নিজেদের সূর্যবংশী বলতো। এখানেও সিঙ্গল মুকুটধারী ছিল। এর আগে ডবল মুকুট ছিল। ওরাও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে অনেক কথা লিখেছে – অমুককে অপহরণ করেছে, এই করেছে। কিন্তু এমন তো হয়নি।

পাস্টে হয়ে যাওয়া উৎসব গুলোই আবার পালন করে চলেছে। রাবণ রাজ্যের অবসান হওয়া এবং রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও ওরা প্রতি বছর উৎসব পালন করে। সুতরাং এতে এটাই প্রমাণ হয় যে আসুরিক রাবণ রাজ্য ৫ হাজার বছর আগেও ছিল। বাবা এসে, রাবণ রাজ্যের বিনাশ করিয়েছিলেন। সেই মহাভারতের যুদ্ধই এখন সামনে। রাবণ বলে কিছু নেই। মন্দোদরীকে রাবণের স্ত্রী হিসেবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু তার ১০ মাথা দেখানো হয়নি। রাবণের ১০ মাথা দেখানো হয়েছে। বিষ্ণুর ৪ ভূজ দেখানো হয়েছে। দুই ভূজ লক্ষ্মীর, দুই নারায়ণের। তেমনই রাবণের ১০ মাথা দেখানো হয় - ৫ বিকার রাবণের, ৫ বিকার মন্দোদরীর। বিষ্ণু চতুর্ভুজও অর্থপূর্ণ ভাবেই দেখানো হয়েছে । পূজাও মহালক্ষ্মীর করে থাকে। মহালক্ষ্মীর কখনও দুই ভূজ রূপে দেখানো হয় না। দীপাবলির দিন লক্ষ্মীকে আহ্বান করে। কেন, নারায়ণকে আহ্বান করা হয় না, তিনি কোন্ অপরাধ করেছেন? লক্ষ্মীকে ধন তো নারায়ণই দিয়ে থাকেন তাইনা। তিনি তো হাফ পার্টনার। তাহলে নারায়ণ কি অপরাধ করেছেন? বাস্তবে ধন লক্ষ্মীর কাছে পাওয়া যায় না, ধন পাওয়া যায় জগদম্বার কাছে। তোমরা জানো জগৎ অম্বাই লক্ষ্মী হন। ওরা তাদেরকে আলাদা-আলাদা করে দেখিয়েছে। জগৎ অম্বার কাছেই প্রতিটি জিনিস চেয়ে থাকে। কোনো রকম দুঃখ হলে, সন্তান মারা গেলে জগৎ অম্বাকে বলে রক্ষা করো, সন্তান দাও, রোগ থেকে মুক্ত করো। অনেক রকম ইচ্ছা প্রকাশ করে। লক্ষ্মীর কাছে একটাই ইচ্ছা প্রকাশ করে -- শুধুই ধন। ব্যস্। জগৎ অম্বা সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেন। ধনবান তো ইনিই করে তোলেন। এই সময় তোমাদের সব ইচ্ছা পূরণ হয়। তিনি কোনো ধন দেন না, শুধুই পঠন-পাঠন করান - যার মাধ্যমে তোমরা কি থেকে কি হয়ে ওঠো এরপর লক্ষ্মী হলে ধনবান হয়ে ওঠো। এই সময় তোমাদের মধ্যে শক্তি আছে যার দ্বারা তোমরা সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করতে পারো। জগৎ অম্বা দান করেন, লক্ষ্মী থোড়াই দান করে। ওখানে দান করা নেই। অনাহার নেই। সেখানে কেউ-ই কাঙাল নয়। সত্যযুগে রাবণ হয়না। এখানে রাবণকে

জ্বালানো হয়। দশহরার পরে দীপাবলি উদযাপন করা হয়, খুশির উৎসব পালন করা হয়। কেননা রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয়ে রাম রাজ্য স্থাপন হবে সুতরাং খুশি তো হবেই। প্রতিটি ঘর আলোকিত হয়ে ওঠে। তোমাদের আত্মা আলোকিত হয়ে ওঠে। যা কিছু জিনিস সঙ্গম যুগে আছে সেইসব সত্যযুগে থাকবে না। তোমরা হলে ত্রিকালদর্শী, ওখানে তোমরা প্রালব্ধ ভোগ করে থাকো। এই সম্পূর্ণ নলেজ তোমরা ভুলে যাও। সঙ্গম যুগে হয়েই থাকে স্থাপনা আর বিনাশ। একবার স্থাপনা হয়ে গেলেই ব্যাস। এইসব উৎসব ইত্যাদি সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান আছে। অজ্ঞানী মানুষ তো কিছুই বোঝে না। তারা কিছুই না করে অনেক কিছু করে। তোমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখছো সত্যযুগে এইসব বিষয়ে কথা হয়না। শাস্ত্রে নারদের কথা উল্লেখ আছে। তোমাদেরও জিজ্ঞাসা করা হয় — তোমরা উত্তরে বলো বাবা আমরা লক্ষ্মীকে বরণ করবো অথবা নারায়ণকে বরণ করবো। সুতরাং বাবা বলেন নিজের মধ্যে দেখো কোনো বিকার নেই তো। যদি ক্রোধ ইত্যাদি থাকে তাহলে কিভাবে বরণ করবে? তবে হ্যাঁ, এখন সম্পূর্ণ তো কেউ হয়নি। কিন্তু হতে হবে, এই ভূতগুলো তাড়াতে হবে তবেই পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। বড় বিচিত্র ওস্তাদ পেয়েছো। বাবা হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন, জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর সুতরাং যে এসে বাবার সন্তান হয় তাকেও তিনি সর্বগুণ সম্পন্ন, ডবল মুকুটধারী দেবতা করে তোলেন। প্রকৃতপক্ষেই তোমরা হচ্ছো। দেবতাদের দুটো মুকুট থাকে। তোমরা এসেছো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে। উত্তরাধিকার নিতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। পয়েন্টস তো অনেক বের হতেই থাকে। যদি পড়াশোনা না করো তাহলে অন্যদের কিভাবে বোঝাবে? ড্রামা হুবহু রিপিট হয়ে চলেছে। এই নলেজ তোমরা এখন বুঝতে পারছো এরপর এটা হারিয়ে যাবে। এই যে লঙ্কা ইত্যাদি দেখানো হয়, সেইসব কিছুই নেই। রাবণের জন্ম কবে হয়েছিল? লিখিত আছে দ্বাপর থেকে দেবতারা বাম মার্গে যেতে শুরু করলে বিকারী হওয়া শুরু হয়ে যায়। ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী ছিল তারপর ব্যাভিচারী হয়ে যায়। এখন তো মনুষ্য নিজের পূজা করতেই লেগে পড়েছে। বাবা বলেন আমি আসি ভ্রষ্টাচারী দুনিয়ার বিনাশ আর শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া স্থাপন করতে। নিশ্চয়ই প্রথমে স্থাপনা করবেন তারপর বিনাশ করবেন। আমাদের পার্ট কল্পে-কল্পের জন্য। ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলার জন্যেও সময় লাগে। যতক্ষণ বাবা বসে পড়াবেন, পড়তে হবে। কল্প পূর্বেও যে যতটুকু পড়েছিল তারাই এসে পড়বে। অনেক বাচ্চারা চলতে-চলতে বলে - ব্যস্, আমি আর চলতে পারব না। আরে, নিন্দা, স্তুতি মান-অপমান এসব তো হবেই। তোমরা পড়াশোনা কেন ছেড়ে দাও ! সবচেয়ে বেশি নিন্দা তো শ্রীকৃষ্ণের হয়েছে। কত কলঙ্ক লাগানো হয়েছে। তারপরেও এমন শ্রীকৃষ্ণকে কেন পূজা করে? বাস্তবে গালি তো এনাকে (ব্রহ্মা) শুনতে হয়। সম্পূর্ণ সিন্ধ জুড়ে তার নিন্দা হয়েছে কিন্তু কিছুই তো করতে পারেনি। এ'সবই হলো খেলা। নতুন কিছু নয়, কল্প পূর্বেও গালি খেয়েছিলেন, নদীও পার করেছিলেন। তোমরা সিন্ধ থেকে বেরিয়ে এই পারে চলে এসেছো না ! শ্রীকৃষ্ণ তো ছিল না, এই দাদার আসা-যাওয়া ছিল । তোমরা জানো এখন আমরা রাজ্য পাই এবং আবারও হারাই। এটাও একটা খেলা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সকলের মনোকামনা পূর্ণকারী কামধেনু (জগদম্বা) হতে হবে। দান করতে হবে।

২) নিন্দা-স্তুতিতেও স্থিতি সমান রাখতে হবে। এসব হলেও পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। একে খেলা মনে করে পার করতে হবে।

বরদানঃ- নিজের শক্তি স্বরূপের দ্বারা অলৌকিকতার অনুভবকারী জ্বালা রূপ ভব

এখনও পর্যন্ত বাবা শিখা রূপে সবাইকে আকর্ষণ করেছেন, বাবার কর্তব্য চলছে, বাচ্চাদের কর্তব্য গুপ্ত। যখন বাবা নিজের শক্তি স্বরূপে স্থিত হবেন তখন সম্পর্কে আসা আত্মারা অলৌকিকতার অনুভব করবে। ভালো ভালো বলে যারা তারাও ভালো হওয়ার প্রেরণা তখনই পাবে যখন সংগঠিত রূপে তোমরা জ্বালা স্বরূপ, লাইট হাউস হবে। তোমাদের মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজ যখন স্টেজে উপস্থিত হয়ে যাবে তখন সকলে পতঙ্গের মতো তোমাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে।

স্লোগানঃ- নিজের কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে যোগ অগ্নিতে তপ্তকারীই সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে ওঠে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;